গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নং: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২৭.০০৫.১৮-**১১৫৯**

তারিখ: ০৩ কার্তিক ১৪৩০ / ১৯ অক্টোবর ২০২৩

বিষয়: সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২নং ওয়ার্ডস্থিত জায়গায় অবৈধভাবে নির্মিত অর্ধপাকা ইমারত ভেঙ্গে দেয়ার নির্দেশনা প্রদানের আবেদন।

সূত্র: **জনাব সিদ্দিকুর রহমান, হনুফা ভিলা, মানিক পীর রোড, সিলেট হতে প্রাপ্ত আবেদন, তারিখ: ০৩ জুলাই ২০২৩ খ্রি.;**

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব সিদ্দিকুর রহমান, ১ মজলিশ আমিন, হনুফা ভিলা, পো: ও জেলা: সিলেট এর আবেদনে উল্লিখিত বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

১৯.১০.২০২৩

(মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৫৩৬২৫
মুঠোফোন: ০১৭১৬-৪২৬১২০
ই-মেইল: lgcc1@lgd.gov.bd

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন
সিলেট।

অনুলিপি-জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মন্ত্রীর একান্ত সচিব (যুগ্মসচিব), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। মেয়রের একান্ত সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট (মাননীয় মেয়রের সদয় অবগতির জন্য)।
৫। জনাব সিদ্দিকুর রহমান, ১ মজলিশ আমিন, হনুফা ভিলা, পো: ও জেলা: সিলেট।
৬। অফিস কপি।

সচিব,
স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় (সিটি কর্পোরেশন-বিভাগ-১)
বাংলাদেশ সচিবালয়
রমনা
ঢাকা-১০০০

সূত্রঃ-১) অত্র মন্ত্রনালয়ের মাননীয় সচিব এবং অত্র সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট হাইকোর্ট বিভাগে ২০১৮ ইং সনে জনৈক আঃ রউফ মোঃ দোহা সুমন ও মোঃ রফিক আলী কর্তৃক দায়েরীয় রীট পিটিশন নং ৬৮১১ উভয় পক্ষের শুনানী অন্তে মহামান্য আদালত গত ০৭/০২/২০২৩ ইং তারিখে মামলাটি নিস্পত্তি সংক্রান্ত রায় (সিদ্ধান্ত) ও পরবর্তী কার্যক্রম প্রসঙ্গ।

২) সিলেট সিটি কর্পোরেশন,সিলেট বিগত ০৮/০৫/২০১৮ইং তারিখের স্বারক নং এসসিসি/প্রকৌঃ/পূর্ত-১/১০০/১৯১০এবং বিগত ২৪/০৭/২০১৮ ইং তারিখের স্বারক নং এসসিসি/প্রকৌঃ/পূর্ত-১/১০০/৫৪ ও ০৭/৮/২০১৮ইং তারিখের স্বারক নং এসসিসি/ প্রকৌঃ /পূর্ত- ১/১০০/১০৬ পত্রে নির্মাণ অনুমোদন বাতিল সংক্রান্ত আদেশ সমুহ প্রসঙ্গ।

৩) অত্র আবেদনকারী কর্তৃক অত্র সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ বরাবরে গত ০৯/০২/২০২৩ ইং, ২২/০২/২০২৩ ইংও ১৭/০৫/২০২৩ ইং তারিখে আবেদনত্রয় প্রসঙ্গ।

বিষয়ঃ- **অবৈধ ও বে-আইনী ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে নির্মিতব্য অর্ধপাকা আবাসিক ইমারত ভাঙ্গিয়া দেওয়ার নিয়মে দ্রুত প্রয়োজনীয় আদেশ সিলেট সিটি কর্পোরেশন,সিলেট বরাবরে প্রদানের আবেদন।**

জনাব,

নিবেদন এই যে, অত্র সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত ০২ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন সাকিন জল্লারপার (হাল দাড়িয়াপাড়া পয়েন্ট) সংলগ্ন এস,এ,(নামজারী) খতিয়ান নং ১১২২০ দাগনং ৫৪৬৩ এরিয়া মোয়াজি০.৩৬১২ একর ভূমির অংশ বিশেষে বিগত বিগত ২০/৬/২০১৭ ইং তারিখে স্বারক নং ৯৮২০ পত্র মূলে জনৈক আব্দুর রউফ মোঃ দোহা সুমন গং অকার্য্যকর, অসাড়, জাল ও অসত্য কাগজাদি নির্ভরে তথা ব্যবহারে অনৈতিক পন্থায় এবং বিশেষ ব্যবস্থায় অত্র দপ্তরের কতেক কর্মকর্তা কর্মচারীকে হস্তবসে নিয়া উক্ত ভূমিতে দ্বিতল অর্ধপাকা আবাসিক ইমারত নির্মানের অনুমোদন হাসিল করিয়া, বর্ণিত জালিয়াত ও প্রতারক চক্রের উল্লেখিত অবৈধ ও অন্যায় কাজে অত্র সিটি কর্পোরেশন সহায়তা প্রদান করিতে থাকিলে ইমারত নির্মাণ কাজ কথিত অনুমোদন গ্রাহী তদীয় অন্যতম সহায়ক মোঃ রফিক আলীর বরদারীতে সম্পন্ন করিয়া নেয়।

উল্লেখ্য অত্র অভিযোগকারী বিগত ০৭/০৯/২০১৬ ইং তারিখে সর্ব প্রথম বর্ণিত ৫৪৬৩ নং এস,এ দাগের ভূমি কোনও প্রকার নির্মাণ অনুমোদন প্রদান না দেওয়ার নিয়মে এবং পরবর্তীতে যথাক্রমে বিগত ২৮/০৮/২০১৭ ইং,০৪/০৯/২০১৭ইং,০৬/০৯/২০১৭ইং,০৭/০৯/২০১৭ইং,০২/০১/২০১৮ইং,২১/০১/২০১৮ ইং ও ৩১/০১/২০১৮ ইংরেজী তারিখ সমুহে উক্ত অবৈধ নির্মানের বিরুদ্ধে অত্র সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের বরাবরে আপত্তি ও অভিযোগ জানাইয়াছি। তাহাতে অত্র সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেন নাই। ইহাতে নানা জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহা আইনের চরম লঙ্গন হইতেছে।

অবস্থাধীনে আমি অত্র মন্ত্রনালয়(সিটি কর্পোরেশন-বিভাগ) ঢাকা বরাবরে পৃথক তারিখে যথাক্রমে ঃ- বিগত ১৮/০২/২০১৮ইং ও ১৪/০৩/২০১৮ ইং তারিখে বর্ণিত নির্মাণ অনুমোদনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি এবং অত্র স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় বিগত ০৫/০৪/২০১৮ ইং তারিখের স্বারক নং ৪৬.০৭০.০৪৬.০০.০০.১৮২.১১-৪৫৬ পত্রে আমার অভিযোগের বিষয় সর্ম্পকে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা, সিলেট বরাবরে আদেশ প্রদান করতঃ ৭(সাত) কার্য্য দিবসের মধ্যে অভিযোগ সংক্রান্ত নির্মাণ অনুমোদন প্রদান বিষয়ে মতামত সহ প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দেন। অত্র মন্ত্রনালয়ের স্বারক আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, অত্র সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ সর্ব প্রথম বিগত ০৮/০৫/২০১৮ইং তারিখে স্বারক নং এসসিসি/প্রকৌঃ/পূর্ত-১/১০০/১৯১০পত্রে"আবাসিক ভবন নির্মানের অনুমোদন গ্রহন করে তদস্থলে বাণিজ্যিক রেষ্টুরেন্ট ব্যবসা পরিচালনা করছেন, যা ইমারত নির্মাণ বিধিমালার লঙ্গন। এমতাবস্থায় ২০/০৬/২০১৭খ্রিঃ তারিখের (সিলেট সিটি কর্পোরেশন হতে) ইস্যুকৃত অনুমোদন বাতিল করা হল। উল্লেখ্য, এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।" যদিও উক্ত স্বারক আদেশ ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর তথা দায়সারা ভাবে নির্মাণ অনুমোদন বাতিল করণ সংক্রান্ত আদেশ ছিল। উক্ত স্বারক আদেশটি ছিল- নির্মাণ অনুমোদন বাতিলের প্রথম আদেশ। সুতরাং উপরোক্ত কারণাধীনে ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বাতিলকৃত আদেশের বিরুদ্ধে আমাকে আবারও আপত্তি করতঃ অভিযোগ দাখিল করা নৈতিক দায়ীত্ব হইয়া পড়ে। সেমতে অত্র দপ্তরে ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ে বিগত ১২/০৭/২০১৮ ইং তারিখে অভিযোগ করতঃ প্রতিকার প্রার্থনা করিলে এবং অত্র দপ্তরে উক্ত স্বারকাদেশ সঠিক না হওয়ায়, তদ-বিরুদ্ধে আমি (অত্র আবেদনকারী) অত্র মন্ত্রনালয়ে ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপত্তি করি। অত্র স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় কর্তৃক সিলেট সিটি কর্পোরেশনকে ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দিলে, সিলেট সিটি কর্পোরেশন আমার দাখিলীয় রেকর্ড পত্রাদি পর্য্যালোচনা করে, স্থানীয় সংশ্লিষ্ট

অফিস সমুহ হইতে বিগত ২৭মে/২০১৮ ইং তারিখে স্বারক নং এসসিসি/প্রকৌঃ/পুত-১/১০০/১৭/২০০৬ ও একই তারিখে স্বারক নং এসসিসি/প্রকৌঃ/পুত-১/১০০/১৭/ ২০০৫ পত্র মুলে ভূমির মালিকানার সংক্রান্ত কাগজাদির সত্যতা যাচাই বাচাই করাইয়া বিভিন্ন দপ্তর হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ ক্রমে আমার মালিকানা নিশ্চিত হইয়া, অত্র কর্তৃপক্ষ আবারও আমার সকল রেকর্ড পত্রাদি পর্য্যালোচনা করে এবং অত্র সিটি কর্পোরেশনের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহন করতঃ আমার অভিযোগের সত্যতা প্রমানিত হওয়ায় এবং কথিত নির্মাণ অনুমোদনে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কতেক কর্মকর্তা কর্মচারীর গাফিলতী তথা সম্পৃক্ততার বিষয় প্রমানিত হয়। অতঃপর বিলম্বে হইলেও অত্র সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিগত ২৪/০৭/২০১৮ ইং তারিখে স্বারক নং এসসিসি/প্রকৌঃ/পূর্ত-১/১০০/৫৪ পত্রের আদেশে অসত্য কাগজাদি মুলে জনৈক আব্দুর রউফ মোঃ দোহা সুমন গং কথিত নির্মাণ অনুমোদন হাসিল করায়"(সিলেট সিটি কর্পোরেশন হইতে অনৈতিক পন্থায় নির্মাণ অনুমোদন প্রদানে) তাহা বাতিল করা হয়। সেমতে আইনতঃ বর্ণিত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে নির্মিতব্য ইমারত আইনতঃ অবৈধ ও বে-আইনী গন্য হয়।

উল্লেখ্য অত্র মন্ত্রনালয় কর্তৃক আমার অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপ-পরিচালক, (স্থানীয় সরকার বিভাগ) সিলেট ও অত্র সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট বরাবরে বিগত ০৮/১০/২০১৮ ইং তারিখে পৃথক দুইটি স্বারকে নির্দেশ প্রদান করতঃ পৃথক ভাবে তদন্ত ক্রমে মন্ত্রনালয়ে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।(উল্লেখিত পত্রের স্বারক নং ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২৭.০০৫.১৮.১২২৫ ও একই তারিখে স্বারক নং ৪৬.০০. ০০০০. ০৭০.২৭. ০০৫.১৮.১২২৬) ইতিমধ্যে অত্র সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সর্ব প্রথম ইমারত নির্মাণ বাতিল আদেশ (যাহা বিগত ০৮/০৫/২০১৮ইং তারিখে স্বারক নং এসসিসি/প্রকৌঃ/পূর্ত-১/১০০/১৯১০পত্রে) এর বিরুদ্ধে নির্মাণ অনুমোদন গ্রাহীপক্ষ আব্দুর রউফ মোঃ দোহা সুমন গং এবং তদীয় অন্যতম জালিয়াত ও প্রতারণার সহযোগী মোঃ রফিক আলীকে ২নং পিটিশনার করে, মহামান্য বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট হাইকোর্ট বিভাগে আপনাকে (মাননীয় সচিব,স্থানীয় সরকার মনত্রনালয়) ও অত্র সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,প্রধান প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীকে প্রতিপক্ষ করে,২০১৮ইং সনের ৬৮১১ নং রীট পিটিশন দায়ের করতঃ প্রতিকার প্রার্থী করা হয় অর্থাৎ বিগত ০৮/০৫/২০১৮ইং তারিখের অনুমোদন বাতিল আদেশ চেলেঞ্জ করে এবং মহামান্য আদালতের সঙ্গে প্রতারনা মুলে ৬ মাসের এক স্থগিতাদেশ হাসিল করে।

অতঃপর সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় বারের ইমারত নির্মাণ অনুমোদন অসত্য কাগজাদি মুলে হাসিল করায় তাহা বাতিল করন সংক্রান্ত বিগত ২৪/০৭/২০১৮ ইং তারিখে স্বারক নং এসসিসি/ প্রকৌঃ/ পূর্ত-১/১০০/৫৪ পত্রের আদেশের বিরুদ্ধে উল্লেখিত আব্দুর রউফ মোঃ দোহা সুমন গং এবং তদীয় অপর সহযোগী মোঃ রফিক আলী কোনও অভিযোগ উত্তাপন করেন নাই। তৎবিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ বা আপত্তি তাহাদের ছিল না ও নাই।তৎপ্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য উক্ত জালিয়াত চক্র বিগত ২৯/০৭/২০১৮ইং তারিখে এক দরখাস্তে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে "মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের তাদের দায়েরী রীট পিটিশন নং ৬৮১১/২০১৮ ইংরেজীতে স্থগিতাদেশ থাকার কথা জানাইয়া দরখাস্থ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে অত্র দপ্তর কর্তৃপক্ষ বিগত০৭/০৮/ ২০১৮ ইং তারিখে স্বারক নং এসসিসি/প্রকৌঃ/পূর্ত-১/১০০/১০৬ পত্রে তাহাদেরকে জানান," অসত্য কাগজাদি মুলে নির্মাণ অনুমোদন হাসিল করায় তাহা বাতিল করা হইয়াছে। তাহা বর্ণিত রীটের বিষয় বস্তুর সাথে সম্পর্কিত নয়।" তাহা রীট পিটিশনারদেরকে জানানো হইয়াছে। উল্লেখ্য সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ বিগত ২৪/০৭/২০১৮ইং তারিখের স্বারক নং এসসিসি/ প্রকৌঃ/ পূর্ত-১/১০০/৫৪ স্বারকপত্রে অসত্য কাগজাদি দ্বারা ইমারত নির্মাণ প্লান ও অনুমোদন আবেদন করায় বিধি মতে তাহা বাতিল হওয়ায়, ইতিপূর্বেকার বাতিল আদেশ অর্থাৎ বিগত ০৮/০৫/২০১৮ইং তারিখে স্বারক নং এসসিসি/ প্রকৌঃ/ পূর্ত-১/১০০/১৯১০ পত্রের বাতিলাদেশ স্বাভাবিক নিয়মেই অকার্য্যকর ও অসাড় হইয়া পড়ে কিংবা কার্য্যকারিতা থাকে না ও অচল হয়।

আরও উল্লেখ্য সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বর্ণিত অনৈতিক নির্মাণ অনুমোদন কার্য্যক্রমের বিষয়ে অত্র স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের (সিটি কর্পোরেশন-বিভাগ) ঢাকা কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিলেট কর্তৃক একতরফা ভাবে তদন্ত হইয়া, অত্র দপ্তরের ৪ (চার) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে অত্র মন্ত্রনালয় স্বারক নং ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২৭.০০৫.১৮.৫১৫, তারিখ ১৫ মে/২০১৯ ইংরেজী স্বারকাদেশে বিজ্ঞ প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট বরাবরে নির্দেশ প্রদান করেন।

অফিস সমুহ হইতে বিগত ২৭মে/২০১৮ ইং তারিখে স্বারক নং এসসিসি/প্রকৌঃ/পুত-১/১০০/১৭/২০০৬ ও একই তারিখে স্বারক নং এসসিসি/প্রকৌঃ/পুত-১/১০০/১৭/ ২০০৫ পত্র মুলে ভূমির মালিকানার সংক্রান্ত কাগজাদির সত্যতা যাচাই বাচাই করাইয়া বিভিন্ন দপ্তর হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ ক্রমে আমার মালিকানা নিশ্চিত হইয়া, অত্র কর্তৃপক্ষ আবারও আমার সকল রেকর্ড পত্রাদি পর্য্যালোচনা করে এবং অত্র সিটি কর্পোরেশনের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহন করতঃ আমার অভিযোগের সত্যতা প্রমানিত হওয়ায় এবং কথিত নির্মাণ অনুমোদনে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কতেক কর্মকর্তা কর্মচারীর গাফিলতী তথা সম্পৃক্ততার বিষয় প্রমানিত হয়। অতঃপর বিলম্বে হইলেও অত্র সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিগত ২৪/০৭/২০১৮ ইং তারিখে স্বারক নং এসসিসি/প্রকৌঃ/পূর্ত-১/১০০/৫৪ পত্রের আদেশে অসত্য কাগজাদি মুলে জনৈক আব্দুর রউফ মোঃ দোহা সুমন গং কথিত নির্মাণ অনুমোদন হাসিল করায়"(সিলেট সিটি কর্পোরেশন হইতে অনৈতিক পন্থায় নির্মাণ অনুমোদন প্রদানে) তাহা বাতিল করা হয়। সেমতে আইনতঃ বর্ণিত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে নির্মিতব্য ইমারত আইনতঃ অবৈধ ও বে-আইনী গন্য হয়।

উল্লেখ্য অত্র মন্ত্রনালয় কর্তৃক আমার অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপ-পরিচালক, (স্থানীয় সরকার বিভাগ) সিলেট ও অত্র সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট বরাবরে বিগত ০৮/১০/২০১৮ ইং তারিখে পৃথক দুইটি স্বারকে নির্দেশ প্রদান করতঃ পৃথক ভাবে তদন্ত ক্রমে মন্ত্রনালয়ে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।(উল্লেখিত পত্রের স্বারক নং ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২৭.০০৫.১৮.১২২৫ ও একই তারিখে স্বারক নং ৪৬.০০. ০০০০. ০৭০.২৭. ০০৫.১৮.১২২৬) ইতিমধ্যে অত্র সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সর্ব প্রথম ইমারত নির্মাণ বাতিল আদেশ (যাহা বিগত ০৮/০৫/২০১৮ইং তারিখে স্বারক নং এসসিসি/প্রকৌঃ/পূর্ত-১/১০০/১৯১০পত্রে) এর বিরুদ্ধে নির্মাণ অনুমোদন গ্রাহীপক্ষ আব্দুর রউফ মোঃ দোহা সুমন গং এবং তদীয় অন্যতম জালিয়াত ও প্রতারণার সহযোগী মোঃ রফিক আলীকে ২নং পিটিশনার করে, মহামান্য বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট হাইকোর্ট বিভাগে আপনাকে (মাননীয় সচিব,স্থানীয় সরকার মনত্রনালয়) ও অত্র সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,প্রধান প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীকে প্রতিপক্ষ করে,২০১৮ইং সনের ৬৮১১ নং রীট পিটিশন দায়ের করতঃ প্রতিকার প্রার্থী করা হয় অর্থাৎ বিগত ০৮/০৫/২০১৮ইং তারিখের অনুমোদন বাতিল আদেশ চেলেঞ্জ করে এবং মহামান্য আদালতের সঙ্গে প্রতারনা মুলে ৬ মাসের এক স্থগিতাদেশ হাসিল করে।

অতঃপর সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় বারের ইমারত নির্মাণ অনুমোদন অসত্য কাগজাদি মুলে হাসিল করায় তাহা বাতিল করন সংক্রান্ত বিগত ২৪/০৭/২০১৮ ইং তারিখে স্বারক নং এসসিসি/ প্রকৌঃ/ পূর্ত-১/১০০/৫৪ পত্রের আদেশের বিরুদ্ধে উল্লেখিত আব্দুর রউফ মোঃ দোহা সুমন গং এবং তদীয় অপর সহযোগী মোঃ রফিক আলী কোনও অভিযোগ উত্তাপন করেন নাই। তৎবিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ বা আপত্তি তাহাদের ছিল না ও নাই।তৎপ্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য উক্ত জালিয়াত চক্র বিগত ২৯/০৭/২০১৮ইং তারিখে এক দরখাস্তে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে "মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের তাদের দায়েরী রীট পিটিশন নং ৬৮১১/২০১৮ ইংরেজীতে স্থগিতাদেশ থাকার কথা জানাইয়া দরখাস্থ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে অত্র দপ্তর কর্তৃপক্ষ বিগত০৭/০৮/ ২০১৮ ইং তারিখে স্বারক নং এসসিসি/প্রকৌঃ/পূর্ত-১/১০০/১০৬ পত্রে তাহাদেরকে জানান," অসত্য কাগজাদি মুলে নির্মাণ অনুমোদন হাসিল করায় তাহা বাতিল করা হইয়াছে। তাহা বর্ণিত রীটের বিষয় বস্তুর সাথে সম্পর্কিত নয়।" তাহা রীট পিটিশনারদেরকে জানানো হইয়াছে। উল্লেখ্য সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ বিগত ২৪/০৭/২০১৮ইং তারিখের স্বারক নং এসসিসি/ প্রকৌঃ/ পূর্ত-১/১০০/৫৪ স্বারকপত্রে অসত্য কাগজাদি দ্বারা ইমারত নির্মাণ প্লান ও অনুমোদন আবেদন করায় বিধি মতে তাহা বাতিল হওয়ায়, ইতিপূর্বেকার বাতিল আদেশ অর্থাৎ বিগত ০৮/০৫/২০১৮ইং তারিখে স্বারক নং এসসিসি/ প্রকৌঃ/ পূর্ত-১/১০০/১৯১০ পত্রের বাতিলাদেশ স্বাভাবিক নিয়মেই অকার্য্যকর ও অসাড় হইয়া পড়ে কিংবা কার্য্যকারিতা থাকে না ও অচল হয়।

আরও উল্লেখ্য সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বর্ণিত অনৈতিক নির্মাণ অনুমোদন কার্য্যক্রমের বিষয়ে অত্র স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের (সিটি কর্পোরেশন-বিভাগ) ঢাকা কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিলেট কর্তৃক একতরফা ভাবে তদন্ত হইয়া, অত্র দপ্তরের ৪ (চার) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে অত্র মন্ত্রনালয় স্বারক নং ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২৭.০০৫.১৮.৫১৫, তারিখ ১৫ মে/২০১৯ ইংরেজী স্বারকাদেশে বিজ্ঞ প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট বরাবরে নির্দেশ প্রদান করেন।

উপরোক্ত অবস্থাধীনে মহামান্য বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নং ৬৮১১/২০১৮ইং মকদ্দমা ইতিপূর্বে গত ০৭/০২/২০২৩ ইং তারিখে শুনানী অন্তে " The ad-interim order of status-quo granted earlier by this Court is hereby recalled and vacated." হওয়ায় এবং উল্লেখিত বিগত ২৪/০৭/২০১৮ইং তারিখের স্বারক নং এসসিসি/প্রকৌঃ/পূর্ত-১/১০০/৫৪ পত্রে কথিত ইমারত নির্মাণ প্লান ও অনুমোদন চূড়ান্ত ভাবে বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি ও অভিযোগ কিংবা কোনও প্রকার মামলা না থাকায় এবং বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের ২০১৮ইং সনের ৬৮১১ নং রীট পিটিশনের বিষয়ে বিগত ২৪/০৭/২০১৮ইং তারিখের স্বারক নং এসসিসি/প্রকৌঃ/পূর্ত-১/১০০/৫৪ পত্রের আদেশের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিকার চাহিত না হওয়ায়, উক্ত রীট পিটিশন মামালার রায়ের (সিদ্ধান্ত) কার্য্যকারীতা বাস্তবতায় অন্তসারশূন্য অকার্য্যকর ও অসাড় হয়। কারণ ২৪/০৭/২০১৮ ইং তারিখের "অসত্য কাগজাদি দ্বারা ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের আবেদন করায় নির্মাণ অনুমোদন বাতিল করা হয়। সুতরাং বর্ণিত অবৈধ নির্মাণ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে নির্মিতব্য ইমারত ভাঙ্গিয়া দেওয়া আইনতঃ সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের অন্যতম নৈতিক দায়িত্ব হয়।

তৎপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য সম্প্রতি সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিটি কর্পোরেশনের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার নিকট চাহিত আইনগত মতামতের প্রেক্ষিতে তিনি কি মতামত প্রদান করিয়াছেন। তৎসম্পর্কে আমার সঙ্গে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের মোবাইল ফোনে জানিতে ও বুঝিয়াছি, তাহাতে বুঝা যায়, বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামতে বলিয়াছেন-রীট পিটিশনার পক্ষ আপীল আদালতে আপীল দায়ের করিয়াছে কি না তাহা জানার পরামর্শ দিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হইল, রীট পিটিশনারপক্ষ সুপ্রীমকোর্ট আপীল বিভাগে সংক্ষুব্ধ হইয়া, সিভিল পিটিশন কিংবা সি,এম,পি দাখিল করিলেও তাহা জন্য ইমারত ভাঙ্গার কাজ বন্ধ রাখা যায় না। কারণ বাস্তবে বর্ণিত সুপ্রীমকোর্ট আপীল বিভাগে সিভিল পিটিশন লীভ টু আপীল অথবা সিভিল মিসল্যানিয়াস পিটিশন (সি,এম,পি) দায়ের করিলে বা তৎবিষয়ে প্রতিকার গ্রহণ করিলে বা আইনতঃ পদক্ষেপ নিলেও তাহা অকার্য্যকর ও অসাড় হইবে। প্রকৃতপক্ষে ২৪/০৭/১৮ ইং তারিখের ৫৪ নং স্বারক আদেশের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ বা কোনও আদালতে কোনও মামলা নাই। সুতরাং নির্মিতব্য ইমারত ভাঙ্গিয়া দিতে আইনতঃ কোনও বাধা নাই। অবস্থা দৃষ্টে মনে হইতেছে,সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ আবারও অনৈতিক ভাবে অবৈধ ইমারত রক্ষায় কাজ শুরু করিয়াছেন; নতুবা টাল-বাহানা করিতেছেন অথবা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ তদীয় আইন উপদেষ্টার মতামতে বিভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। প্রকাশ থাকে যেখানে তথ্য বিবরণ ও আইনের বিধি বিধান পরিষ্কার। সুতরাং অত্র কর্তৃপক্ষ নিজস্ব বিবেক বিবেচনা দ্বারা বাস্তব অবস্থা পর্য্যালোচনা করতঃ অবিলম্বে অবৈধ ইমারত ভাঙ্গার ব্যবস্থা গ্রহন করা আবশ্যক নতুবা ক্ষতির স্থল।

অতএব প্রার্থনা উপরোক্ত কারণাধীনে সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রচলিত আইনের বিধানে অবৈধ ও বে-আইনী ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে নির্মিতব্য অর্ধপাকা আবাসিক ইমারত দ্রুত ভাঙ্গিয়া দেওয়ার নিয়মে প্রয়োজনীয় আদেশ সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রদানে মর্জি হয়। ইতি তারিখ ঃ- ০৩/০৭/২০২৩ ইংরেজী

সংযুক্তি :- রীট পিটিশন নং ৬৮১১/২০১৮ইং
০৭/০২/২০২৩ ইং তারিখের মহামান্য
হাইকোর্ট বিভাগের রায়
এর এসলে কপি ৪ফর্দ

আবেদনকারী

(আলহাজ্ব সিদ্দিকুর রহমান)
পক্ষে আম-মোক্তার (এটর্নী)
আবুল কাশেম আল-আসাদ (ফয়সল)
হনুফা ভিলা
মানিক পীর রোড, জেলাঃ- সিলেট- ৩১০০
মোবাইল নং ০১৭১৬৮৩৬২০০

সদয় অবগতি ও কার্য্যথে অনুলিপি দেওয়া গেল ঃ-

১। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়,ঢাকা-১০০০
২। মন্ত্রী মহোদয়ের সিনিয়র একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়,ঢাকা-১০০০
৩। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জেলা প্রশাসকের দপ্তর,সিলেট-৩১০০
৪। পুলিশ কমিশনার, (এস,এম,পি) সাং হযরত শাহ জালাল উপ-শহর,সিলেট-৩১০০